মেহেরপুরে ১৬০ বোতল ফেনসিডিলসহ নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

মাদক রিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৬০ বোতল ফেনসিডিলসহ হাদিছা খাতুন নামের এক নারী মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ। হাদিছা খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামের স্কুল পাড়া এলাকার আব্দুল মালেকের স্ত্রী।

শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি ইউনিট তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এই ফেনসিডিলসহ তাকে আটক করেন।

এ সময় তার ঘর থেকে ১৬০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অরুক কুমার, সঞ্জিব কুমার, এএসআই মাহাবুব, এএসআই ইব্রাহিম, আশরাফুল ইসলামসহ সঙ্গীয় ফোর্স অভিযানে অংশ নেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ জানান, আব্দুল মালেকের বাড়িতে ফেনসিডিল মজুদ করা হয়েছে এমন সংবাদের ভিত্তিত্বে ওই বাড়িটিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ১৬০ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়েছে। এই সাথে আটক করা হয়েছে হাদিছা খাতুনকে।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় হাদিছা খাতুনের নামে পুলিশ বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দিয়েছে।

আজ শনিবার (৬ আগষ্ট) বেলা ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে বিভিন্ন মামলার ১৩ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলা ১৩ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে নিয়মিত মামলার ৪ আসামি, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ৩ জন ও সিআর মামলার ৬ জন আসামি রয়েছে।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলায় ২ জন, নিয়মিত মামলার ১ জন, সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৪ জন, সিআর মামলায় ১ জন ও নিয়মিত মামলায় ৪ জন এবং মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলার ২ জন গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার (৫ আগষ্ট) সকাল থেকে আজ শনিবার (৬ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে গত ২ ঘন্টায় মেহেরপুর সদর থানায় ৩ টি ও গাংনী থানায় একটি মামলা এফআইআর করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক ইউনিট এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শানিবার (৬ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ২টি আঙ্গুল হারালেন কৃষক

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে হাতের দুটি আঙ্গুল হারালেন কৃষক হাবিবুর রহমান (৫৫)।

হাবিবুর রহমান গাংনী উপজেলার মহাম্মদপুর গ্রামের বাজারপাড়া এলাকার মৃত রেজাউল হকের ছেলে।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে এ হামলার ঘটনা ঘটে।
আহত হাবিবুর রহমান বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
হাবিবুর জানান ক্রয়কৃত জমির দখল নিয়ে প্রতিপক্ষ সাদ্দাম হোসেন ও তার অন্যান্য ভাইদের সাথে বিরোধ চলে আসছিল। একই লোকের কাছ থেকে হাবিবুর রহমান ও প্রতিপক্ষ সাদ্দাম হোসেন জমি কিনেছেন। দুজন আলাদা আলাদা দাগে জমি কিনলেও হাবিবুর রহমানের কেনা দাগে দখল নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।
গতরাত ১১ টার দিকে হাবিবুরকে একা পেয়ে প্রতিপক্ষ সাদ্দাম হোসেনের নেতৃত্বে তার ভাই খাদিমুল ইসলাম,প্রতিবেশী পাপ্পু হোসেন, সাইদুলসহ অন্যান্যরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে
কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। এসময় তার শরীরের বিভিন্ন অংশ রক্তাক্ত জখম হওয়ার পাশাপাশি ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ডান হাতের ২টি আঙ্গুল কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গাংনী উপজেলা হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মারুফ হাসান বলেন, তার হাতের দুটি আঙ্গুল বিচ্ছিন্ন হয়েছে।
গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, এঘটনায় মামলা দিলে আইনে ব্যবস্থা নেয়া হবে।
এ ঘটনায় হাবিবুর রহমান মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৮ নারীসহ ১৬ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে নিয়মিত মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৮ জন নারীসহ ১৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ১২ আসামি, গাংনী থানা পুলিশ ২ ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ জন আসামি গ্রেফতার করেছে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আজ শুক্রবার (৫ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত

জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক ইউনিট অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃরা হলেন, সদর উপজেলা টুঙ্গি গ্রামের আরেজ আলীর ছেলে সাহাবুদ্দীন ঘটক, মামলা নং সিআর ৩৫৫/২২, মেহেরপুর শহরের শেখপাড়া এলাকার মন্টু মীরের ছেলে উজ্জল মীর, মামলা নং সিআর ৫৩/১৮, সদর উপজেলার সিংহাটি শিমুলতলা গ্রামের আব্দুল জলিলের স্ত্রী নছিনা খাতুন, নাজির হোসেনের স্ত্রী আসমা খাতুন, বকুল হোসেনের স্ত্রী সাবিনা খাতুন, আশরাফ আলীর স্ত্রী জাহানার খাতুন। এদের নামে এনজিও জাগরনি চক্র ঋণ খেলাপির অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে। মামলা নং সিআর ৫৫/২২, ঝাউবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল হান্নানের স্ত্রী শাহানারা খাতুন, মামলা নং সিআর ৯২/২০, গোভিপুর গ্রামের ইন্তাজ আলীর স্ত্রী চম্পা খাতুন মামলা নং এসসি ৯৩/২২, শহরের নতুনপাড়া এলাকার মৃতু আব্দুল মোমিনের ছেলে আলাউদ্দীন মামলা নং জিআর ১২২/২২, ভূমি অফিসপাড়া এলাকার কুবাত আলীর ছেলে শাহারুল ইসলাম ওরফে মাইকেল ও তার স্ত্রী রেনুকা খাতুন মাদক আইনে নিয়মিত মামলা নং ৪, তারিখ ৪/৮/২০২২ ইং ও রাইপুর দিঘিরপাড়া এলাকার মোকাম আলীর ছেলে মকবুল হোসেন, মামলা নং ৩, তারিখ ৪/৮/২০২২ ইং। গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে এ উপজেলার নিশিপুর গ্রামের লালন হোসেনের ছেলে জসিম উদ্দীন, মামলা নং সিআর ৪৪৬/২২ ও গাংনী বাসস্ট্যান্ড পাড়া এলাকার সদর আলীর ছেলে ফজলুল হককে মামলা নং জিআর ১৭৪/১৫কে গ্রেফতার করে। এছাড়া মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে নাজিরাকোনা সোনাপুর গ্রামের ইউনুছ আলীর স্ত্রী সখি শুনা, মামলা নং সিআর ১২/২২ ও দারিয়াপুর গ্রামের শাবান আলীর ছেলে রাফিজ মামলা নং সিআর ৪২৩/২২ গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক ইউনিট পৃথভাবে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

আজ শুক্রবার (৫ আগষ্ট) দুপুরেরর দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৯ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশের নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় আদালতের ৮ পরোয়ানাভূক্তসহ ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৩, সিআর মামলায় ৫ জন ও নিয়মিত মামলায় ১ জন।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলায় ৩ আসামী, মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলায় ৩ ও চুরির অভিযোগে নিয়মিত মামলায় ১ এবং সদর থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলায় ২ জন আসামী রয়েছে।

বুধবার (৩ আগষ্ট) সকাল থেকে আজ বৃহস্পতিবার (৪ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টীম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক ইউনিট গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বৃহস্পতিবার (৪ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা হজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ইজিবাইক চালককে

হত্যার অভিযোগে একজনের ফাঁসি ও তিনজনের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ায় ভাড়াকৃত ইজিবাইক চুরি করতে ব্যর্থ হওয়ায় মাসুদ রানাকে জবাই করে হত্যার অভিযোগে রাকিবুল ইসলাম রাকিবকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁসির আদেশ ও শামীম, তন্ময় ও শিপলু নামের তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

একইসঙ্গে তাদের প্রত্যেকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেন আদালত।

বৃহস্পতিবার দুপুরে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক মোঃ তাজুল ইসলাম আসামীদের উপস্থিতিতে এই রায় ঘোষনা করেন। রায় ঘোষনা শেষে কঠোর পাহাড়ায় তাদেরকে জেলা কারাগারে প্রেরণের আদেশ দেন।

মৃত্যু দন্ডপ্রাপ্ত আসামী হলেন কুষ্টিয়া জেলার উদিবাড়ী কলোনীপাড়ার রবিউল ইসলামের ছেলে রাকিবুল ইসলাম রাকিব। সাজাপ্রাপ্ত আসামী হলেন কুষ্টিয়া শহরের টালিপাড়া এলাকার ইউনুস আলীর ছেলে শামীম, উদিবাড়ী এলাকার মিজানুর রহমান মিলনের ছেলে তন্ময়, একই এলাকার কুটি মিয়ার ছেলে শিপলু।

মামলা সূত্রে জানা যায় ২০১৪ সালের ১০ জুলাইয়ে রাত ৮.৩০ মিনিটের সময় মজমপুর হতে ত্রিমোহনী যাওয়ার উদ্দেশ্যে সাজা প্রাপ্ত আসামীরা মাসুদ রানার ব্লু কালারের অটো বাইকটি ভাড়া করেন। ভাড়া করার পর বাড়াদী গ্রামস্থ ভাগারের মাঠে নিয়ে যায় এবং সাজাপ্রাপ্ত আসামীরা পরিকল্পিতভাবে ইজিবাইকটি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করলে ইজিবাইক চালক মাসুদ রানা বাঁধা দিলে তার গলায় রশি দিয়ে পেচিয়ে ধরে ধারালো চাকু দিয়ে মাসুদ রানাকে জবাই করে আসামীরা।

তার মারা যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে আসামীরা মাসুদের ইজিবাইকটি নিয়ে পালিয়ে যায়। এ বিষয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় নিহতের চাচা ইয়ার আলী বাদী হয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের নামে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্ত শেষে ২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বরের আসামীদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

সাক্ষ্য-প্রমাণ শেষে হত্যা মামলা আইনের অধীনে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় আজ একজনের ফাঁসি ও তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।

মেহেরপুর শহরে ফেনসিডিলসহ স্বামী-স্ত্রী আটক

মেহেরপুর শহরের কাজি অফিসপাড়া এলাকায় মেহেরপুর টাউন ফাঁড়ির সদস্যরা অভিযান চালিয়ে ৪ বোতল ফেনসিডিলসহ স্বামী ও স্ত্রীকে আটক করেছেন।

আটকরা হলেন, কাজি অফিসপাড়া এলাকার শাহারুল ইসলাম ওরফে মাইকেল
(৩৬) ও তার স্ত্রী রেনুকা খাতুন (৩২)।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ আগষ্টা) বিকাল ৬ টার দিকে মেহেরপুর শহর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) সোহরাব হোসেন, এএসআই নাজমুল হোসেন, এএসআই জালাল উদ্দীনসহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

শহর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) সোহরাব হোসেন বলেন, মুদি দোকানের আড়ালে তারা ফেনসিডিলের ব্যবসা চালাচ্ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে অভিযান চালিয়ে রেনুকার শরীর থেকে ৪ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

তিনি জানান, আটক মাইকেলের বিরুদ্ধে ১ টি গাঁজার মামলা ও রেনুকার বিরুদ্ধে দুটি ফেনসিডিল মামলা আদালতে চলমান। সম্প্রতি একটি মামলায় রেনুকা খাতুনের ২ বছর কারাদন্ড হয়েছে। আপিল করে জামিনে বের হয়ে সে আবারো মাদক বিক্রি শুরু করেছে।

আটকৃতদের নামে মাদ্রক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সদর থানায় মামলা দায়েরক করার প্রস্তুতি চলছে। এছাড়া তাদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে আল্লাদী খাতুন গ্রেফতার

মারামারি মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত নারী আসামী আল্লাদী খাতুনকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ। আল্লাদী খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া শিবপুর গ্রামের রবিউল ইসলাম রবি’র স্ত্রী। তার নামে মামলা নং জিআর ১০০/২১ ইং।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ আগষ্ট) বেলা সাড়ে ১১ টার সময় মেহেরপুর সদর থানার এএসআই শাকিল সঙ্গীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

এএসআই শাকিল জানান, গ্রেফতার আল্লাদী খাতুনকে গ্রেফতারের পর পরই মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে মোটরসাইকেল চুরির সময় চোর আটক

মুজিবনগরের মোনাখালি গ্রামের মনিরুল ইসলামের এপাচি আরটিআর মোটরসাইকেল চুরি করার সময় হাতেনাতে সাগর আহমেদ মিলু (২৮) নামের এক চোরকে আটক করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে মোনাখালী ইউনিয়নের মোনাখালী গ্রামের চারা তলার মাঠ থেকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত চোর সাগর আহমেদ (মিলু) চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়াহুদা থানার ইব্রাহিমপুর গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে। বর্তমানে মিলু দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার ভূমিহীন পাড়ায় বসবাস করে।

মটরসাইকেল মালিক মোনাখালি গ্রামের খেদের আলির ছেলে মনিরুল ইসলাম

জনান, তিনি বুধবার বিকেলে গ্রামের চারা তলার মাঠে নিজের লিচু বাগানে মোটরসাইকেল রেখে পাশের জমিতে কাজ করছিলেন। কাজ শেষে এসে দেখেন মোটরসাইকেল নেই তিনি মটরসাইকেল টি খুজতে খুজতে রাস্তায় উঠে দেখতে পান একটি লোক তার গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে আশরাফপুরের দিকে যাচ্ছে। এ সময় তিনি দৌড়ে তাকে থামতে বলে।

এ সময় গাড়ি চোর গাড়ি ফেলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে আমার চিৎকারে আশেপাশের লোকজন তাকে ধরে ফেলে। পরে মুজিবনগর থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে তাকে আটক করে মুজিবনগর থানায় নিয়ে যায়।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি)মেহেদী রাসেল বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মোটরসাইকেল চুরির সময় আটককৃত চোর কে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে চুরির মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

দর্শনা সীমান্তে ৮০ হাজার ইউএস ডলার উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার ফুলবাড়ী সীমান্ত এলাকা থেকে ৮০ হাজার ইউএস ডলার উদ্ধার করা হলেও কাউকে আটক করতে পারেনি ৬ বিজিবি।

করোনা মহামারি ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি ও প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স কমে যায়। এতে দেশে ডলারের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। রপ্তানি আয় বাড়লেও ডলারের সংকট মিটছে না। ফলে প্রতিনিয়ত বেড়েছে ডলারের দাম। এ জন্য রিজার্ভ থেকে ডলার ছেড়ে বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এরপরও কিছুতেই বাগে আসছে না ডলারের তেজিভাব।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি সদর দপ্তরে বুধবার বিকেলে প্রেস ব্রিফিংয়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেল শাহ মোহাম্মদ ইশতিয়াক জানান, ফুলবাড়ী সীমান্ত এলাকা দিয়ে মালামাল পাচার করা হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় বিজিবি।

পাচারের সময় সীমান্ত পিলার ৮৫ হতে ৩০০ গজ বাংলাদেশের ভেতরে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তিকে একটি ব্যাগ বহন করে নিয়ে যেতে দেখে তাকে টহল দল চ্যালেঞ্জ করে। এ সময় সে ব্যাগটি দূরে ছুড়ে ফেলে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির পরিচালক জানান, ব্যাগটি জব্দ করে কাগজে মোড়ানো ৮টি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। প্রতিটি প্যাকেট থেকে ১০০ ইউএস ডলারের ১০০টি নোট পাওয়া যায়। এই হিসাবে মোট ৮০ হাজার ইউএস ডলার উদ্ধার করা হয়। তিনি আরও জানান, ইউএস ডলারগুলো ভারতে পাচার করা হচ্ছিল।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির জানান ৮০ হাজার ইউ এস উদ্ধারের ঘটনায় কোন চোরাচালানীকে আটক করতে পারেনী,তবে মালামাল ট্রেজারি অফিসে জমার প্রক্রিয়া চলছে। এ ঘটনায় দর্শনা থানায় মামলা হয়েছে।